R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৬ই চৈত্র বুধবার, ১৪০২ সাল।
২০শে মার্চ, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

জঙ্গিপুর লোকসভা ও সুতী ফরাক্কা বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী দিচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক : শেষপর্যন্ত বিজেপি আগামী নির্বাচনে জঙ্গিপুর লোকসভা আসনে ফরাক্কার ব্রাহ্মণীগ্রামের বাসিন্দা বর্তমানে কলকাতাবাসী সাতান্ন বৎসর বয়স্ক নিলীম পাণ্ডেকে প্রার্থী দিচ্ছে বলে খবর। এই আসনে গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ধনঞ্জয় দাস। তিনি প্রয়াত হওয়ায় বিজেপি প্রার্থী দেওয়া নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছিল। নিলীম পাণ্ডে রাজী হওয়ায় সে সমস্যা ঘুচলো। ফরাক্কা ব্লকের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও হোলটাইমার সফিরুদ্দিন বিশ্বাস আমাদের প্রতিনিধিকে জানান তাঁরা আরও দুজন প্রার্থী পেয়েছিলেন। কিন্তু সে দুজন জঙ্গিপুর মহকুমার বাসিন্দা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিলীম পাণ্ডেকেই মনোনীত করা হয়। অবশ্য নিলীম পাণ্ডে চেয়েছিলেন ফরাক্কা বিধানসভায় প্রার্থী হতে। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্ব গত দু'বারের পরাজিত প্রার্থী হলেও এখানকার সক্রিয় কর্মী বা নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষকে সরাতে চায় না। তারা তাঁকেই এই কেন্দ্রের বিধানসভার প্রার্থী রাখতে একমত হয়েছেন। অপর দিকে সুতী ১ নং কেন্দ্রে পূর্বতন প্রার্থী চিত্ত মুখার্জী আবার রাজনীতিতে ফিরে আসায় তাঁকেই ঐ কেন্দ্রে প্রার্থী করার প্রস্তাব বিজেপির হাইকম্যাণ্ড থেকে সমর্থন করা হয়েছে বলে জানা যায়। চিত্ত মুখার্জী আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানান তিনি রাজনীতি থেকে সরে যায়নি, যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বামফ্রন্টের ও প্রশাসনের ভীতি, সন্ত্রাস ও অত্যাচারের ফলে। তিনি বলেন, অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছেন অত্যাচারের ভয়ে সরে দাঁড়ালে অত্যাচারীরা আরও সাহসী হয়ে উঠবে। তাই রাজনীতিতে তিনি ফিরে আসছেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে। গত নির্বাচনে চিত্তবাবু ২য় স্থানে ছিলেন। ঐ কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যে বিজেপির সমর্থক খুব কম নেই। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এই প্রতিবেদকেরও মনে হয়েছে বিজেপি সমর্থকরাও চিত্তবাবুর এই প্রত্যাবর্তনে খুশী এবং প্রার্থী হিসাবে তাঁকে চাইছেনও মনে প্রাণে। এই জমানায় বাম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চিত্তবাবু কতটা সফল হবেন জানিনা, তবে তাঁর উপস্থিতি উভয় দলকেই চিন্তায় ফেলেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতী ১ নং কেন্দ্রে বাম দলের প্রার্থী থাকছেন বর্তমান বিধায়ক আরএসপির শিষ মহম্মদ, কংগ্রেসের প্রার্থী মোঃ সোহরাব থাকতে পারবেন কিনা তা সঠিক বলা যায় না। কেননা প্রার্থী হিসাবে শিক্ষক নেতা অরুণ দাস ও আইএনটিইউসির সুব্রত গোষ্ঠীর কালু খাঁ (বদরুজ্জমান) এর নামও শোনা যাচ্ছে। লোকসভা কেন্দ্রে বামদলের বর্তমান সাংসদ জয়নাল আবেদিনের নাম ঘোষিত (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রহরাবিহীন লেভেলক্রসিং এ রেল ও ম্যাটাডোর সংঘর্ষে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু

ধুলিয়ান : গত ৯ মে সকাল ১০-৩০ মিঃ নাগাদ কাটোয়া বারহারোয়া ট্রেনের সঙ্গে হাজারপুর এর প্রহরাবিহীন লেভেলক্রসিং এ একটি বরযাত্রী বোঝাই ম্যাটাডোরের সংঘর্ষ হয়। ম্যাটাডোরটি সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায় ও আরোহীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঘটনা স্থলেই মারা যান।

পুলিশ ক্যাম্প উঠে গেল

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে যে পুলিশ ক্যাম্পটি ছিল তা উঠে গেল। সীমান্তবর্তী এলাকার এই অঞ্চল সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল। বোলতলা, খেজুরতলা দুই চোরাচালান ঘাটের সংঘর্ষের সময় মানুষ যখন নিরাপত্তার অভাববোধ করছিল তখন ক্যাম্পটি বসে। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ শান্তিতে ছিল। ভোটের ঠিক পূর্বমুহূর্তে ক্যাম্পটি উঠে যাওয়ায় জনসাধারণের মনে আতংক সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা মনে করছেন এর ফলে এলাকা আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে। কারণ ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমাজবিরোধীদের এলাকায় আশ্রয় দিলে আবার সংঘর্ষ আরম্ভ হবে। আবার অনেকে চোরাচালানঘাট পুনরায় চালু করার আগাম-প্রস্তুতি হিসাবে এটাকে মনে করছেন। তাই গ্রামবাসীরা এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের প্রয়োজন বলে জানান।

পেট্রোলপাম্পে ডাকাতি

চল্লিশ হাজার টাকা লুট

সাগরদীঘি : এই থানার মোরগ্রামের নিকট মুর্শিদাবাদ সার্ভিস ষ্টেশন পেট্রোলপাম্পে হানা দিয়ে গত ১৪ মার্চ রাতে ৮/১০ জন দুর্বৃত্ত নগদ ৪০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে পালায়। ডাকাতেরা পাম্পের কর্মরত কর্মীকে মারধোর করে এবং পাম্প অফিসের সামনের কাঁচ ভেঙ্গে, টেলিফোনের তার কেটে দেয় বলে খবর। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।
কার্ডস ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই চৈত্র বুধবার, ১৪০২ সাল।

।। তাই স্বস্তি ।।

লোকসভায় হাওলাসংক্রান্ত জবাবদিহি প্রধানমন্ত্রী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হাওলা কেলেঙ্কারির বিষয়ে সি বি আই যে তদন্ত চালাইতেছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। প্রধানমন্ত্রী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইন তাহার নিজ পথ অনুসারে চলিবে এবং তাহা করিতে দেওয়া উচিত।

হাওলা মামলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যে সংক্ষিপ্ত কথা বলেন, তাহা লোকসভার বিরোধী সদস্যদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারে এই মামলা আনায় প্রধানমন্ত্রী বেশী কিছু বলিতে নারাজ হন বলিয়া সংবাদে জানা যায়।

ইতিপূর্বে লোকসভার অধিবেশন বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। বিরোধী সদস্যেরা সংসদের অধিবেশন অচল করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, হাওলা কেলেঙ্কারি সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী সংসদে উপস্থিত হইয়া কোন বিবৃতি দিতেছেন না; তাই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। বিরোধী সদস্যদের অভিমত এই যে, যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট সি বি আই-কে নির্দেশ দিয়াছেন যে, হাওলা বিষয়ে তাহারা প্রধানমন্ত্রীর কোনও নির্দেশ লইতে পারিবে না বা কোনও রিপোর্ট তাঁহাকে দিবে না, তাই সি বি আই-এর উপর প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকিতেছে না। অতএব সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব খর্ব করিয়াছেন। হাওলা কেলেঙ্কারি তদন্তের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বিরোধী সাংসদরা মনে করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভবশতই বিরোধী সাংসদরা সংসদের অধিবেশন অচল করিয়া দিয়াছিলেন। চলতি অধিবেশনের পূর্বের অধিবেশনও টেলিকম কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করিয়া সাংসদরা প্রায় এক পক্ষকাল অচল করিয়া দেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট টেলিকম সংক্রান্ত অভিযোগ খারিজ করিয়া দিলেও দীর্ঘ সময় সংসদের অধিবেশন যাঁহারা অচল করিয়া দেন, তাঁহারা সাংসদ-নীতি বজায় রাখেন নাই। তাঁহাদের এইরূপ ভূমিকা গণতন্ত্র সম্মত নহে। অপর পক্ষে সংসদের বর্তমান অধিবেশন প্রধানমন্ত্রীর মৌন অবলম্বনে যে অবস্থায় আসিয়া পড়ে, তাহার দায়ও তাঁহার উপর বর্তায়। ইহাদের কোনটিই কাম্য নহে।

যাহা হউক, হাওলা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যে স্বল্প বিবৃতি লোকসভায় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিরোধী পক্ষের সাংসদদিগকে সন্তুষ্ট না করিলেও অধিবেশনের অচলাবস্থা দূর হইয়াছে। তাই স্বস্তি।

দূরদর্শন-এ দেখা সিনেমা, সিরিয়াল সম্বন্ধে শ্রীবাতুল বলেন :

—দুমদাম বিজ্ঞাপন প্রদর্শক,/ছবি বা সিরিয়াল হারায় আকর্ষণ :/তাই করি হরদম গালাগালি বর্ষণ।

* *

বিজেপি-র দাবী : রশিদের ডায়েরি নিয়ে সিপিএম বিবৃতি দিক।

—দাবী করলেই মানতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিলে ?

* *

অত্যাধুনিক 'ক্রেজ' কী ?—প্রশ্ন।

—বিশ্ব কাপ, মশাই, বিশ্বকাপ। দেখছেন না আজকাল অফিসগুলোয় আলকাপ !

* *

'ব্যাঙ্গালোর-এ কোয়ার্টর ফাইনালে শচীন সম্বন্ধে কিছু বলুন,' কোন ইন্টারভিউ-এ সম্ভাব্য প্রশ্ন।

—উত্তর : তাঁর শো-এ শরীর চিন্ চিন্ করছিল।

* *

'বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উল্টে কী হয় ?'—ঐরূপ প্রশ্ন।

—উত্তর : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

* *

রয়টারের খবর : পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো নাকি ইমরান খানকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলে মনে করেন না—এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন।

—বেনজিরের ইমরান খান সম্পর্কে সাম্প্রতিক উক্তি বে নজীর।

এনটিপিসি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গীতানুষ্ঠান

ফরাক্কা : সম্প্রতি এনটিপিসি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফিল্ড হোষ্টেলের বাজার পার্কে এক সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী ডঃ অনুপ ঘোষাল এবং মেহুলী ঠাকুর। হিন্দী, বাংলা গান গেয়ে শিল্পীরা দর্শকের মন জয় করেন। তবে বেশীর ভাগ গান ছিল আধুনিক এবং বাংলা ছায়াছবির গান।

ভাবার সময়

শান্তনু সিংহ রায়

সম্প্রতি বিশ্বকাপ ক্রিকেট শেষ হল। নানা ঘটনায় ভরা এবারের বিশ্বকাপ। এ সম্পর্কে বহু লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাই সে প্রসঙ্গে না গিয়ে একটু অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমি ফাইনাল খেলায় ভারত, শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজিত হওয়ার পর বাজি-পটকা ফাটিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ অংশের মানুষ। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে ভারতের কাছে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর যে সমস্ত মানুষ মুষড়ে পড়েছিলেন শ্রীলঙ্কার জয়ের পর (ফাইনাল বাদে) তারাই আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে তারা কিসের নিদর্শন স্থাপন করলেন সেদিন ! বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর (অবশ্যই জঘন্য ঘটনা) বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতায় সস্তা ফায়দা লুটতে আজও এর উল্লেখ করেন। সে ভাল কথা। কিন্তু তুরস্কের 'শিভাস' শহরের এক হোটেলে যখন ৪২ জন বুদ্ধিজীবীকে সলমন রুশদির (স্যাটানিক ভার্সেস গ্রন্থের লেখক) সপক্ষে সভা করার জন্য উগ্র মৌলবাদীরা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করল তার উল্লেখ কেন থাকে না তাদের বক্তৃতায়। কিংবা তসলিমা নাসরিনকে যখন বাধ্য হয়ে একদল উগ্র মৌলবাদীদের জন্য দেশ ছাড়তে হয়। মানবতাবোধ কি বলে ? লেখার স্বাধীনতা কোথায় ! তাই আজ ভাবতে হবে। আমরা কোথায় বাস করছি। ভোটের সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য 'সংখ্যালঘু তোষণ' কি সর্বনাশ ডেকে আনছে না ? না হলে কেন ভোটের সময় দিল্লীর ইমামের কাছে নেতারা ছুটে যান। 'সংখ্যা গরিষ্ঠ মৌলবাদ' অবশ্যই দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে ভয়ঙ্কর। ফলশ্রুতিতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরিণতি। কিন্তু পাশাপাশি সংখ্যালঘু মৌলবাদের প্রতিও সমানভাবে নজর রাখতে হবে। বর্তমানে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে 'আই, এস আই' এর চক্র প্রচণ্ডভাবে সক্রিয়। তারা বিভিন্নভাবে অর্থ যোগান দিয়ে এই দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। পাকিস্তান এবং ভারত—এই দুই দেশের শাসকবর্গ সাধারণ মানুষের মনে সুকৌশলে বিভেদের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এর কারণ খুবই পরিষ্কার। তা নাহলে গদিটাকে ঠিক রাখা যাবে না। তাই খেলার মতো আনন্দের বিষয়ে যখন জাতীয়তার প্রশ্নে একই দেশের দুই সম্প্রদায় (ব্যতিক্রমও আছে) হঠাৎ বিভক্ত হয়ে যায় তখন কিসের কালো মেঘ দেখা যায় ! সংখ্যাগরিষ্ঠ (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অতিউৎসাহী ক্রীড়ামোদী

অনুপ ঘোষাল

১৩ মার্চ পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে একটা কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। ক্রিকেটে ভারতের করুণতম পরাজয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকল আমাদের রাজ্যের রাজধানীর নাম। মিছিল নগরী, মৃত নগরী, জঙ্গলের নগরী, মশা-মাছির নগরী, লোডশেডিং-এর নগরীর সঙ্গে বাড়ল কল্পনার তিলোত্তমা কলকাতার আর একটি পরিচয়—অসহিষ্ণু নগরী।

মানুষের সহনশীলতা বড় কমে যাচ্ছে আজকাল। আমরা ক্ষুব্ধ যুবকের দল। প্রত্যাশা না মিটলেই সব তছনছ করে দেব। কীসের প্রত্যাশা, কেন প্রত্যাশা! কতটুকু যোগ্যতা আমাদের? ভাগ্যিস সেদিন বাঙ্গালোরে পাকিস্তান হেরেছিল, না হলে তখনই একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতাম। ক্ষমতা থাক আর নাই থাক, জিততে হবেই; না জিতলেই ফাটাফাটি।

কখন কী করছি, কবে কী করে ফেলব—নিজেরই জানি না। পাকিস্তান জিতলেও আমরা কেউ-বা পটকা ফাটাই, সেদিন ভারত সেমিফাইনালে হেরে যাবার পরেও অনেকে ফাটিয়েছি। কেন, তার জবাব নেই। অতিউৎসাহে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান থাকে না। একদিন আজহারের প্রতিকৃতি মাথায় নিয়ে ড্রাম বাজিয়ে মিছিল করছি, চারদিন যেতে না যেতেই সেই মানুষটারই ছবিতে লটকে দিচ্ছি ঝাঁটা জুতোর মালা। ভারসাম্যহীন এমন আবেগপ্রবণ জাতি দুনিয়ায় দুটি আছে? বিশ্বকাপ জয়ের পর দলের খেলোয়াড় এবং শ্রীলংকার সমর্থকদের কাছে যে সংযমের পরিচয় পাওয়া গেল, তা থেকে শিক্ষা কি আমরা নিতে পারব!

জেতার জন্য শুধু আবেগ নয়, আরও কিছু দরকার। আমাদের খেলার মধ্যে রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা; দলের মধ্যে উপদল। আর সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের কঠিন লড়ায়ের জন্য প্রস্তুত না করার ধারাবাহিকতা। জিততে চাওয়া এবং জেতার মধ্যে তফাৎটা আমাদের জানা নেই। শ্রীলংকা এমন একটা দেশ যারা অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মত ঢাকঢোল পেটায়নি; ভারত-পাকিস্তানের মত আত্মতুষ্টিতেও ভোগেনি। তারা বিশ্বকাপটা নিয়ে যাবার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেই নিঃশব্দ প্রস্তুতি এবং 'খুন্নাস' নিয়ে এসেছিল এবং নামি-দামি দেশগুলোকে ল্যাজেগোবরে করে শুধু বিশ্বকাপটা নিয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে উপমহাদেশের প্রাণখোলা সমর্থন, শুভেচ্ছা।

ওবিসিদের প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলন

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা: গত ১৩ মার্চ ফরাক্কা ব্লক তপশিলী জাতি, উপজাতি ও ওবিসি সেলের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নবারুণ কমিউনিটি সেন্টারে ব্লক কং (ই)-র উদ্যোগে। সকাল ৯টায় সাড়ম্বরে সম্মেলন শুরু হয় এবং ২টায় শেষ হয়। এই সম্মেলনে দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কং (ই)-র তপশিলী জাতি, উপজাতি ও ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান জগতপদ সাঁপুই। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রণব দাস, মান্নান হোসেন এবং স্থানীয় যুবনেতা মইনুল হক। বক্তারা পশ্চিমবঙ্গের বিডিও এবং এসডিও অফিসগুলি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। ফরাক্কাসহ এই মহকুমার সমস্ত বিডিও অফিস এবং মহকুমা অফিসে ওবিসি জনসাধারণকে অযথা হয়রান করছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বক্তারা। বি এল এল আর ও অফিসে ওবিসিদের ভূমি সংক্রান্ত প্রমাণপত্র নিতে দক্ষিণা দিতে হয়। সম্মেলনে এই হয়রানি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। ফর্ম জমা দেওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান, ১৯৪৮ সালের দলিলকে জাতিগত প্রমাণের একমাত্র প্রমাণপত্র গণ্য না করা, কেন্দ্রের মত এরাজ্যেও ওবিসিদের বয়সের ছাড়সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দাবী জানান হয় সম্মেলনে। শেষে চন্দন দাসকে সভাপতি করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

বাড়ী তৈরীর জন্য জমি বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে বর্গক্ষেত্রকার চার কাঠা নয়টি সুসজ্জিত ফলন্ত নারকেল গাছসহ জমি বিক্রি। জায়গার তিন পাশে রাস্তা। দুই কাঠা হিসাবে দুইজন অথবা একজন সম্পূর্ণ জায়গা ক্রয় করতে পারেন। যোগাযোগ করুন।

সুদর্শন হালদার, গোডাউন কলোনী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

আমাদের ঢিলেঢালা মানসিকতা নিয়ে ওদের মত দলের সঙ্গে টক্কর দেয়া কি সম্ভব? যোগ্য দলের কাছে হেরে যাবার পর সেদিন এত বড় কলঙ্কের দাগ গায়ে পেতে হলাম, কিন্তু জাতীয় দলে একজন স্থানীয় ক্রিকেটার-কেও কি রাখতে পারছি আমরা? সে কথা উঠলেই বলি—ষড়যন্ত্র, পশ্চিমবাংলার প্রতি বঞ্চনা। পঙ্কজ রায়ের পর কোন রকমে দু'চারজনকে ভারতদলে গুঁজে দিতে পারলেও কখনই ধরে রাখতে পারিনি। ধারাবাহিকতা নেই বাঙালীর। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পে, ক্রীড়ায় পিছু হটতে হটতে সেই বুধবারের আলোকোজ্জ্বল কালো রাতের মত আরো কিছু ঘটিয়ে রুচির ব্যাপারেও কি অতলে তলিয়ে যাব আমরা?

অগ্নিকাণ্ডে গবাদি পশুর মৃত্যু একজন আহত

পশই, গৌরচন্দ্র মণ্ডল: গত ১৩ মার্চ মাঝ রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার পশই গ্রামের জনৈক আদিবাসী বুদরাই মাঝির চালাঘরসহ গোয়ালে আগুন লাগে। গোয়ালে রাখা ৭টি ছাগল ও ২টি গরু অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। উদ্ধার করতে এসে রঘুনাথ মণ্ডল নামে এক যুবক গরুর শিং এর গুঁতোয় আহত হন। আহত ও অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

স্বনিযুক্তি প্রকল্প প্রশিক্ষণ শিবির

সাগরদীঘি: সম্প্রতি এই থানার গোবরধন-ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দস্তুরহাট প্রাইমারী স্কুল ভারত সরকারের নেহরু যুবকেন্দ্রের ও এস এস বি আঞ্চলিক সংগঠকের সহযোগিতায় জিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ডঃ অসীম মান্না ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে মাশরুম চাষ শিবির পরিচালনা করেন। এই ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অজিত দাস শিবির পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অসীমকুমার ধর। প্রধান অতিথি ছিলেন অজিমগঞ্জ ডনবস্কোর রেভারেণ্ড ফাদার নি কে জর্জ। বক্তারা মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা ও বাজার নিয়ে আলোচনা করেন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামানিক তাঁর ভাষণে বলেন—এই এলাকায় মাশরুম চাষ ফলপ্রসু হলে চাষীদের আর্থিক উন্নতি হবে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মোঃ রুহুল আমিন ও গোবিন্দ ঘোষ গ্রামের চাষীদের এই কাজে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ দেন প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ রামসোনার।

ভাবার সময় (২য় পৃষ্ঠার পর)

মানুষের মৌলবাদ যদিও বিপদজ্জনক। কিন্তু সেই মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আর এক মৌলবাদ ঢুকে পড়ছে না তো? এখানেই শঙ্কা-ভয়-ভীতি-বিস্ময় তাই সংখ্যালঘু মৌলবাদের দিকে আগের চেয়ে আরও অনেক বেশী সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। না হলে খণ্ডিত হবে দেশ, খণ্ডিত হবে জাতি। আবার দেখা যাবে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি। তবুও কালো মেঘে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আশার কথা এখনও এই সমাজেই এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সকল মতের, সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে। সংহতির প্রশ্নে তাই আলোকবর্তিকা থাকুক এদের হাতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিই শুধু সহযোগিতার।

ভারতীয় রেড ক্রশ সমিতির প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩ মার্চ ভারতীয় রেড ক্রশ সমিতি, জঙ্গিপুর শাখার ভাগ্যে সমিতির ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় এসডিও কোর্ট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হ'লো। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিকলাঙ্গ ও মুক-বধিরদের দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা, ১৯৯৫ সালে মহকুমায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদের এবং সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। এসডিপিও স্বপন মাইতি, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীআদক ও রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না ব্যানার্জী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহকুমায় মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম তিনজন করে ছাত্র ও ছাত্রীদের এবং গত বছর বন্যার সময় রঘুনাথপুরে নৌকাডুবিতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে চারজনের প্রাণ বাঁচানোর জন্য শিখা সরকারকে (১৬) পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রবীন্দ্র গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করে।

ইউনাইটেড গুল ফ্যাক্টরী

(সাজন গুল)

দাঁতের সুরক্ষার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য গুল 'সাজন গুল' ব্যবহার করুন। এজেন্টদের মোট বিক্রীর উপর আকর্ষণীয় কমিশন দেওয়া হইবে। (এজেন্ট আবশ্যক)

যোগাযোগের স্থান : সুশান্তকুমার দাস (সাগর)
(শ্যামল টকীজ এর পাশে)
অরঙ্গাবাদ : মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন–১৯৯৬ এর নির্ঘণ্ট।

১) বিজ্ঞপ্তিজারীর তারিখ–২৭শে মার্চ ১৯৯৬ (বুধবার)

২) মনোনয়নপত্র জমা
দিবার শেষ তারিখ–৩রা এপ্রিল ১৯৯৬ (বুধবার)

৩) মনোনয়নপত্র নিরীক্ষার
তারিখ –৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৬ (বৃহস্পতিবার)

৪) মনোনয়নপত্র
প্রত্যাহারেরশেষ
তারিখ –৬ই এপ্রিল ১৯৯৬ (শনিবার)

৫) নির্বাচনের তারিখ –২রা মে ১৯৯৬ (বৃহস্পতিবার)
৭ই মে ১৯৯৬ (মঙ্গলবার)

৬) ভোটগ্রহণের সময় –সকাল ৭টা হইতে ৫টা পর্যন্ত

স্বাঃ–
মহকুমা শাসক (জঙ্গিপুর)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আসনে বিজেগি প্রার্থী দিচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে হাজি হাসান আলি ও রঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম শোনা যাচ্ছে। ফরাক্কা, সুতী, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর ও সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রে বামদলের প্রার্থী পূর্বতনরাই থাকছেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী বদল করছে। ফরাক্কায় প্রার্থী হচ্ছেন মাইনুল হক, অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রেও নতুন প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। একমাত্র জঙ্গিপুর কেন্দ্রে সেই একমেবদ্বিতয়ম্ হবিবুর রহমান থাকছেন। সাগরদীঘি কেন্দ্রে নৃসিংহ মণ্ডলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও কংগ্রেসের গোষ্ঠী কলহে সেখানে আরও দুটি নাম শোনা যাচ্ছে। একজন হলেন মনিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান রামকুমার ভকত ও সাগরদীঘির যুবনেতা (সাগরদীঘি ব্যাঙ্ক, রেল প্রভৃতি নানান সমস্যা নিয়ে যিনি সদাতৎপর) সেই মমতাপন্থী অজয় ভকতের নাম। এ সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় নির্বাচন যুদ্ধে বামফ্রন্ট অনেক বেশী এগিয়ে রয়েছে প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে। বিজেপি চাইছে যেমন করে হোক সুতী কেন্দ্রে চিত্ত মুখার্জীর হয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁকে বিধানসভায় নিয়ে আসতে। তবে বহু যুদ্ধে সফল পুরানো বাম বিধায়ক শিষ মহম্মদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে খুব কঠিন তা সহজেই বোঝা যায়। তবে কংগ্রেসের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বে মোঃ সোহরাব যদি প্রার্থী পদ না পান তবে সেক্ষেত্রে চিত্তবাবুর সুযোগ এসেও যেতে পারে বলে অনেকে মতপোষণ করেন।

জমি বিক্রয়

উমরপুর হইতে বহরমপুরগামী রাস্তার সংলগ্ন ডান পার্শ্বে গরুর হাটের পার্শ্ববর্তী ১০ কাঠা বসতযোগ্য জমি একত্রে অথবা ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইবে।

যোগাযোগের স্থান
রামচন্দ্র মুন্দ্রা
গৌতম ফার্মেসী, হাসপাতাল মোড়
রঘুনাথগঞ্জ, ফোন নং ৬৬২৮১

2 YEARS WARRANTY

Catch World Cup fever with

WEBEL NICCO TV

Dealer :
Bharat Electronics
Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics
Raghunathganj, Murshidabad

World AKAI Cup '96
Colour TV
Tokyo Japan

DEALER :
Bharat Electronics
Raghunathganj ‖ Phone : 66321